(প্রকল্প স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
পিআইএম রিফর্ম উইং

নং- ২০.০৬.০০০০.৬১৭.১৪.১৮৭.২১/১০০

তারিখঃ ২১ চৈত্র, ১৪২৮
০৪ মে, ২০২১

বিষয়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭ টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫ টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ০৬/০৪/২০২১ তারিখে সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ ও সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭ টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫ টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০৫) পাতা।

04/05/2021

(মিথুন পাল দ্বীপ)
গবেষণা কর্মকর্তা
ফোন: ৯১৮০৬৩১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। যুগ্মপ্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। সদস্য (কার্যক্রম) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান (কার্যক্রম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মপ্রধান (পিআইএম রিফর্ম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। উপ-প্রধান (পিআইএম রিফর্ম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব,পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সভার তারিখ ও সময়: ০৬ এপ্রিল ২০২১, সকাল- ১০.৩০টা

সভার স্থান: জুম ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম

সভাপতি জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন যে, স্বাধীনতা উত্তর কাল হতে পরিকল্পনা কমিশন ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে আসছে। অন্যদিকে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৩টি সেক্টরের (প্রতিরক্ষা বাদে) ভিত্তিতে প্রণীত হয়। অর্থ বিভাগ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রশাসনিক ইউনিট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) এর ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করলেও ১৪টি সেক্টরভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে থাকে। এ রকম প্রেক্ষাপটে সেক্টর পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব ২ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এনইসি সভায় এডিপি'র বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবনা অনুমোদিত হয় এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি নতুন সেক্টর অনুযায়ী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি কার্যক্রম বিভাগের যুগ্মপ্রধান জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান-কে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২। উপস্থাপনা:

২.১। জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্ম-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঐতিহাসিকভাবে সেক্টরভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তরকাল হতে পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণয়ন করে আসছে। অন্যদিকে, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৩টি সেক্টরের ভিত্তিতে (প্রতিরক্ষা বাদে) প্রণীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও ১৩টি সেক্টরের ভিত্তিতে (প্রতিরক্ষা বাদে) প্রণীত হয়েছে। অর্থ বিভাগ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রশাসনিক ইউনিট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) এর ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করলেও প্রতিরক্ষা সহ ১৪টি সেক্টরভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু এডিপি পূর্বের ন্যায় ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে আসছে, যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এডিপি/আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে এডিপি ১৭টি সেক্টর এবং ৩২টি সাব-সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে। তবে ২ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে ১৫টি সেক্টর ও ৭২টি সাব-সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, অর্থ বিভাগও আগামী অর্থ বছর হতে ১৫টি সেক্টর ভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করবে বলে জানিয়েছে। অতঃপর তিনি নিম্নবর্ণিত এডিপি ও আরএডিপি'র বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সেক্টর বিভাজন সভায় উপস্থাপন করেন।

বর্তমান		অনুমোদিত	
এডিপি সেক্টর (১৭)	এডিপি সাব সেক্টর (৩২)	এডিপি সেক্টর (১৫)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)
কৃষি (০১)	ফসল, খাদ্য, বন , মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ =৬টি সাব-সেক্টর	কৃষি (০৫)	ফসল (২২), খাদ্য (২৩), বন (২৪), মৎস্য (২৫), প্রাণিসম্পদ (২৬), সেচ (২৭), ভূমি (২৮) =৭টি সাব-সেক্টর
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান (০২)	-	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (০৮)	পল্লী প্রতিষ্ঠান (৩৯), স্থানীয় সরকার (৪০), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৪১), পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক (৪২) =৪টি সাব-সেক্টর
পানি সম্পদ (০৩)	-	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ (০৯)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৪৩), পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন (৪৪), পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৪৫) =৩টি সাব-সেক্টর
শিল্প (০৪)	রসায়ন ও খনিজ শিল্প , চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প , ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প , ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক্স , পাট, বস্ত্র, বেজা ও বেপজা =৫টি সাব সেক্টর	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪)	রসায়ন ও খনিজ (১৪), চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প (১৫), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (১৬), পাট, বস্ত্র ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ (১৭), ব্যবসা ও বাণিজ্য (১৮), ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক্স (১৯), পর্যটন (২০), শ্রম ও কর্মসংস্থান (২১) =৮টি সাব-সেক্টর (পরিবহন সেক্টরের পর্যটন অংশ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর এ সেক্টরের সাথে একীভূত হয়েছে)
বিদ্যুৎ (০৫)	উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ =৩টি সাব-সেক্টর	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (০৬)	বিদ্যুৎ উৎপাদন (২৯), বিদ্যুৎ সঞ্চালন (৩০), বিদ্যুৎ বিতরণ (৩১), জ্বালানি ও শক্তি (৩২), খনিজ সম্পদ (৩৩) =৫টি সাব-সেক্টর
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ (০৬)	-		
পরিবহন (০৭)	সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ-পরিবহন, বিমান পরিবহন =৪টি সাব-সেক্টর	পরিবহন ও যোগাযোগ (০৭)	সড়ক পরিবহন (৩৪), রেল পরিবহন (৩৫), নৌ-পরিবহন (৩৬), বিমান পরিবহন (৩৭), ডাক ও টেলিযোগাযোগ (৩৮) =৫টি সাব-সেক্টর
যোগাযোগ (০৮)	-		
ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন (০৯)	-	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি (১০)	ভৌত পরিকল্পনা (৪৬), গৃহায়ন (৪৭), কমিউনিটি উন্নয়ন (৪৮), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (৪৯) =৪টি সাব-সেক্টর
-	-	প্রতিরক্ষা (০২)	সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা (০৭), সশস্ত্র বাহিনী (০৮) =২টি সাব-সেক্টর
-	-	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা (০৩)	আইন, বিচার ও আদালত (০৯), জন নিরাপত্তা (১০), সুরক্ষা সেবা (১১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক (১২), দুর্নীতি দমন (১৩) =৫টি সাব-সেক্টর
শিক্ষা ও ধর্ম (১০)	প্রাথমিক শিক্ষা , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা , কারিগরি শিক্ষা , বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় =৭টি সাব-সেক্টর	শিক্ষা (১৩)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা (৫৯), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (৬০), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা (৬১), বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (৬২) =৪টি সাব-সেক্টর
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (১১)	ক্রীড়া , সংস্কৃতি =২টি সাব-সেক্টর	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২)	ক্রীড়া (৫৪), শিল্প ও সংস্কৃতি (৫৫), যুব উন্নয়ন (৫৬), গণ যোগাযোগ (৫৭), ধর্ম বিষয়ক (৫৮) =৫টি সাব-সেক্টর
গণযোগাযোগ (১৩)	-		
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (১২)	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ =২টি সাব-সেক্টর	স্বাস্থ্য (১১)	স্বাস্থ্য সেবা (৫০), স্বাস্থ্য শিক্ষা (৫১), পুষ্টি (৫২), জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (৫৩) =৪টি সাব-সেক্টর

বর্তমান		অনুমোদিত	
এডিপি সেক্টর (১৭)	এডিপি সাব সেক্টর (৩২)	এডিপি সেক্টর (১৫)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (১৪)	সমাজ কল্যাণ , মহিলা বিষয়ক , যুব উন্নয়ন =৩টি সাব-সেক্টর	সামাজিক সুরক্ষা (১৫)	সমাজ কল্যাণ (৬৫), মহিলা ও শিশু বিষয়ক (৬৬), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (৬৭), দুর্যোগ ও ত্রাণ (৬৮), খাদ্য নিরাপত্তা (৬৯), বেকারত্ব (৭০), বার্ধক্য (৭১), প্রতিবন্ধী (৭২) =৮টি সাব-সেক্টর
জনপ্রশাসন (১৫)	-	সাধারণ সরকারি সেবা (০১)	আইন প্রণয়ন অংগসমূহ (০১), প্রশাসনিক ও নির্বাহী (০২), ট্রান্সফার পেমেন্ট (০৩), সরকারি দেনা (০৪), সাধারণ সেবা (০৫), আর্থিক, রাজস্ব ও বৈদেশিক সম্পর্ক (০৬) =৬টি সাব-সেক্টর
বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৬)		বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি (১৪)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (৬৩), তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (৬৪) =২টি সাব-সেক্টর
শ্রম ও কর্মসংস্থান (১৭)		-	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের সাথে একীভূত করা হয়েছে

২.২। তিনি উল্লেখ করেন যে, কার্যক্রম বিভাগ এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে মূলতঃ সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত থাকে। নতুন পুনর্বিন্যাসিত সেক্টর অনুযায়ী এডিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর-বিভাগ সমূহের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুয়ায়ী এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সেক্টর বা সাব-সেক্টরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন পড়বে। প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান সেক্টর/সাব-সেক্টরের মধ্যে নূন্যতম পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়ন করা যেতে পারে। নতুন সেক্টর বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- বর্তমান কৃষি সেক্টরের বন সাব-সেক্টরের আওতাভূক্ত বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলো এবং খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতাভূক্ত দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ (০৯) সেক্টরের পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন (৪৪) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।
- বর্তমান পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, পানি সম্পদ সেক্টর এবং ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতাভূক্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো কৃষি (০৫) সেক্টরের ভূমি (২৮) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।
- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'শ্রম ও কর্মসংস্থান' সেক্টর শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টর- এর একটি সাব-সেক্টর বিধায় শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরের সকল প্রকল্প শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের শ্রম ও কর্মসংস্থান (২১) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।
- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'পর্যটন' শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টর-এর একটি সাব-সেক্টর বিধায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পর্যটন কর্পোরেশনের সকল প্রকল্প শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের পর্যটন (২০) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।
- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের আওতাভুক্ত বাংলাদশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রুপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। এ প্রকল্পটি নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানী (০৬) সেক্টরের বিদ্যুৎ উৎপাদন (২৯) সাবসেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।
- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক' একটি নতুন সাব-সেক্টর সামাজিক সুরক্ষা (১৫) সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত আছে। কাজেই বর্তমান ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতাভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো সামাজিক সুরক্ষা (১৫) সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (৬৭) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরভুক্ত জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল প্রকল্প জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা সেক্টর (০৩)-এ স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরভুক্ত সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা ও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প প্রতিরক্ষা (০২) সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।

- বর্তমান শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের আওতাভুক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন বহির্ভূত প্রকল্পগুলো প্রতিরক্ষা (০২) সেক্টরে এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন বহির্ভূত প্রকল্পগুলো ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২) সেক্টরের ধর্ম বিষয়ক (৫৮)সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।

- বর্তমান সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (১৪) সেক্টরের আওতাভুক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলো ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২) সেক্টরের যুব উন্নয়ন (৫৬) সাব-সেক্টর-এ স্থানান্তরিত হবে।

উপস্থাপনা শেষে এ বিষয়ে তিনি সকলের মতামত/পরামর্শ আহবান করেন।

৩। **আলোচনা:**

৩.১। আলোচনার শুরুতে সভাপতি বলেন, এডিপি ও আরএডিপি'র পুনর্বিন্যাসকৃত সেক্টর এবং সাব-সেক্টর বিষয়টি গত ০২ মার্চ ২০২১ তারিখের এনইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাই এটি পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

৩.২। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ বলেন, সবুজ পাতা অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য একটি কোড দেয়া হবে। পিইসি সভার পর কোন প্রকল্পের নাম পরিবর্তন হলে সেক্ষত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, কোন সেক্টরের ১টি প্রকল্প একাধিক সেক্টরে উপ-প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। আবার একই মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প একাধিক সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত আছে। এগুলোর পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান জানান, সবুজ পাতার অননুমোদিত প্রকল্প AMS Software এ অন্তর্ভূক্তির সময় যে কোড দেয়া হবে পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন বা অন্য কোন পরিবর্তনের কারণে কোডের কোন পরিবর্তন হবে না। এডিপি/আরএডিপিতে অন্তর্ভূক্তির সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তিত নামে এন্ট্রি দিতে হবে। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক অনুবিভাগ বলেন, একই মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পূর্বেও একাধিক সেক্টরে ছিল। এর ফলে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বা বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হবে না। কারণ উন্নয়ন কার্যক্রম মন্ত্রণালয় ভিত্তিক নয়, এটি অর্থনৈতিক সেক্টরভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন, এডিপি/আরএডিপি মন্ত্রণালয় ভিত্তিক না হয়ে সেক্টরভিত্তিক হওয়ায় কোন সমস্যা হবে না।

৩.৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ বলেন, এডিপি/আরএডিপি'র প্রস্তাবিত সেক্টর যেহেতু এনইসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সেহেতু এটি পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। পরিবর্তিত রুপরেখা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। নতুনভাবে সৃষ্ট 'বার্ধক্য' সাবসেক্টরে কোন প্রকল্প আছে কিনা তিনি জানতে চাইলে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান বলেন, ৭২টি সাবসেক্টরের প্রত্যেকটিতে প্রকল্প নাও থাকতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে বলেন, 'বার্ধক্য' সামাজিক সুরক্ষা সেক্টরের একটি সাবসেক্টর। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে এ সাবসেক্টরের প্রকল্প আসতে পারে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বৃদ্ধদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে।

৩.৪। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ ধরণের একটি সংস্কারমূলক কাজের জন্য কার্যক্রম বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। এডিপি'র সাথে বাজেট কাঠামো এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথেও এ ধরণের অবহিতকরণ সভা করা দরকার। প্রয়োজনে সকল অংশীজনদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে একটি ম্যানুয়াল/নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন। জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ বলেন, সেক্টর/সাবসেক্টর পরিধি নির্ধারণের জন্য এনইসি সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সেক্টর/সাবসেক্টরের পরিধি নির্ধারণ করা হবে। জনাব নুরুন নাহার, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ বলেন, সেক্টর/সাবসেক্টরের পরিধি নির্ধারণের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে নির্দেশনা পাওয়া যাবে। সভাপতি এ পর্যায়ে

বলেন যে, সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প বাছাই এবং বিনিয়োগের সিলিং নির্ধারণের জন্য সেক্টর/সাবসেক্টরের পরিধি নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৫। জনাব ইশরাত জাহান তসলিম, যুগ্মপ্রধান, আর্থ-সামজিক অবকাঠামো বিভাগ বলেন, বর্তমান শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে ১০/১২টি প্রকল্প রয়েছে যা পরিবর্তিত অন্য সেক্টরে চলে যাবে। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরেই উক্ত প্রকল্পগুলো এএমএস সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। এগুলো কিভাবে পুনর্বিন্যাস করা হবে তা জানতে চাইলে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্ম-প্রধান কার্যক্রম জানান, ১৭টি পূর্বের সেক্টরে প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করার পর ১৫টি সেক্টরের ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন করা হবে।

৩.৬। জনাব মোঃ নজিব, যুগ্মপ্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ বলেন, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প ছাড়াও আরো কিছু প্রকল্প শিল্প ও শক্তি বিভাগের আওতায় আসবে। এগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, কার্যক্রম বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৭। জনাব মোঃ সাঈদুল হক, পরামর্শক, SPIMS প্রকল্প বলেন, বিভিন্ন স্তর থেকে মতামত নিয়ে এডিপি এবং আরএডিপি'র বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি এনইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে একটি ম্যানুয়াল/নির্দেশিকা প্রণয়নের উপর তিনি গুরাত্বারোপ করেন। তিনি সেক্টর থেকে সাবসেক্টরের দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। একই মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ধরণের ভিন্নতার কারণে একাধিক সেক্টরে যেতে পারে। এ কারণে সেক্টর/সাবসেক্টর বাউন্ডারি নির্ধারণ করতে হবে। তারপরও কিছু ক্ষেত্রে overlapping থাকতে পারে। এজন্য সেক্টর/সাবসেক্টর বাউন্ডারি নির্ধারণের জন্য কিছুটা সময় লাগবে।

৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

৪.১। এডিপি এবং আরএডিপি'র বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

৪.২। পুনর্বিন্যাসকৃত এডিপি/আরএডিপি সেক্টর সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে একটি ম্যানুয়াল/নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৪.৩। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শক্রমে এনইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেক্টর/সাবসেক্টর পরিধি নির্ধারণ করতে হবে।

৪.৪। এডিপি এবং আরএডিপি'র সেক্টর পুনর্বিন্যাসের ফলে **অনুচ্ছেদ ২.২** এ উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫। পরিবর্তিত ১৫টি সেক্টরে কার্যক্রম বিভাগ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়ন করবে।

আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪.০৫.২১

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
সদস্য
কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন